কোয়ান্টাম মেথড-১৫

নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

মুফতী শরীফুল আ'জম

কয়েকটি উদাহরণ :

কোয়ান্টাম যে সকল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের আহ্বান করছে তা কিভাবে ঈমান-আমল ধ্বংস করে মানুষকে মুরতাদ বানিয়ে দেয় এর কয়েকটি বাস্তব উপমা তাদের বই-পুস্তক থেকে তুলে ধরা হচ্ছে-

দৃষ্টিভঙ্গি :

"আপনি কসমিক ট্রাভেলার মহাজাগতিক মুসাফির। আপনার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। ....." (কোয়ান্টাম কণিকা-১৫)

পর্যালোচনা :

এটা প্রশান্তি সঠিক জীবনদৃষ্টি অধ্যায়ের ৪৭তম জীবনদৃষ্টি। এখানে "জন্ম নেই" কথাটির মাঝে সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করা হয়েছে। জন্ম ছাড়া এমনিতেই মানুষ পৃথিবীতে চলে এসেছে। কোনো জন্মদাতা, সৃষ্টিকর্তা বা খালিক বলতে এ ধরাতে কেহ নেই। (নাউযুবিল্লাহ) আর এ মতটি গ্রহণ করা হয়েছে বৌদ্ধ ধর্ম থেকে। তাদের মতে এ মহাজগতটি একটি প্রাকৃতিক প্রবাহের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। এখানে কেহ কারো স্রষ্টা নন। এ কুফরী মতবাদের খণ্ডনে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ

"তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা?" (সূরা আত তুর-৩৫)

এ ছাড়া অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মানবজাতি এবং হায়াত ও মউত সৃষ্টির বিবরণ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ

"তিনি মানবকে এক ফোঁটা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। এতদসত্ত্বেও সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী হয়ে গেছে। (সূরা নাহল-৪)

কোয়ান্টাম জন্ম-মৃত্যু নেই বলে এমন অসংখ্য আয়াতকে অস্বীকার করেছে, যেখানে জন্ম-মৃত্যু তথা হায়াত-মউতের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে-

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

"যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী ক্ষমাময়।" (সূরা মুলক-২) অতএব এ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা মানে স্রষ্টাকে অস্বীকার করা। এটা প্রকাশ্য কুফরী।

দৃষ্টিভঙ্গি :

উক্ত গ্রন্থের ১০৭ নং দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা হয়েছে "প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি হয়।" (কোয়ান্টাম কণিকা-২১)

পর্যালোচনা :

এখানেও স্রষ্টাকে অস্বীকার করা হয়েছে। আর প্রকৃতিকে এগুলো সৃষ্টির পেছনে কার্যকারণ বলা হয়েছে। এটাও বৌদ্ধ ধর্মের একটি বিশ্বাস। 'ইসলামী আক্বীদাও ভ্রান্ত মতবাদ", গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। অথচ আল্লাহ পাক ইরশাদ করছেন-

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ

"নিশ্চয় আমি আকাশে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি এবং তাকে দর্শকদের জন্যে সুশোভিত করে দিয়েছি।" (সূরা হিজর-১৬)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا

"কল্যাণময় তিনি, যিনি নভোমণ্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন সূর্যও দীপ্তিময় চন্দ্র।" (সূরা আল ফুরকান-৬১)

এ সকল আয়াতের সুস্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সব কিছুর স্রষ্টা হচ্ছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। আর কোয়ান্টামের দৃষ্টিভঙ্গি মতে এগুলো প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয়ে আছে, এর কোনো স্রষ্টা নেই। (নাউযুবিল্লাহ) এমন দৃষ্টি গ্রহণ করলে ঈমান চলে যাবে।

দৃষ্টিভঙ্গি :

"দেহের সীমাবদ্ধতা আছে; আত্মার কোনো সীমাবদ্ধতা নেই।" (কোয়ান্টাম কণিকা-১৪) "আমি এক অনন্য মানুষ। আমার আত্মিক ক্ষমতা অসীম।" (কোয়ান্টাম কণিকা-১৫)

পর্যালোচনা :

কোয়ান্টাম একদিকে জন্ম-মৃত্যু এবং গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টির কথা অস্বীকার করে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা খাটো করেছে। অপর দিকে মানুষকে অসীম ক্ষমতার অধিকারী সাব্যস্ত করেছে। অথচ অসীম একমাত্র আল্লাহ তা'আলা আর মানুষসহ কূল মাখলুকাত হচ্ছে সসীম। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

"দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পেতে পারে না। অবশ্যই তিনি দৃষ্টিসমূহকে পেতে পারেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, সুবিজ্ঞ।" (সূরা আল আনআম-১০৩)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

"তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোনো কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন।" (সূরা

বাকারাহ-২৫৫)

এ সকল আয়াতের সার কথা হচ্ছে, অসীম শক্তি আর ক্ষমতার মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তাফসীর গ্রন্থে যার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এর বিপরীত কোয়ান্টাম মানুষকে অসীম ক্ষমতাধর বলে যে দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষা দিচ্ছে, তা স্পষ্ট শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

দৃষ্টিভঙ্গি :

"মানুষ যখন অবৈজ্ঞানিক ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ জীবন যাপন করেছে তখনই তার দুঃখ ও দুর্ভোগ এসেছে।" (কোয়ান্টাম কণিকা-২০)

পর্যালোচনা :

কোয়ান্টামের বিজ্ঞান পূজা আর প্রকৃতি পূজার নগ্ন চেহারা ফুটে উঠেছে তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে। ইসলামী শরীয়তের পরিবর্তে বিজ্ঞানসম্মত জীবনযাপনের শিক্ষার প্রসার তাদের প্রধান টার্গেট। মানুষকে মুরতাদ বানানোর অভিনব কৌশলমালা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে কোয়ান্টাম। তাদের মতে বিজ্ঞান আর প্রকৃতির অনুসারে জীবন যাপন সুখ, শান্তি আর সফলতা বয়ে আনে। এর বিপরীত করলে দুঃখে নিপতিত হতে হয়। আর পবিত্র কুরআনের ভাষ্য মতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান হচ্ছে জীবনের সকল প্রকার সুখ-শান্তি আর সফলতার চাবিকাঠি। এর বিপরীত হলে দুঃখ, দুর্ভোগের জীবন কখনোই পিছু ছাড়বে না। ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

"যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।" (সূরা আল আহযাব-৭১)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।" (আহযাব-৩৬)

আরো স্পষ্টভাবে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ

"আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মুহাম্মদের প্রতি অবতীর্ণ সত্যে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাদের মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করে দেন।" (সূরা মুহাম্মদ-২)

অতএব বিগড়ে যাওয়া জীবনকে পরিবর্তন করতে, অশান্তিকে প্রশান্তিতে বদলে দিতে হলে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শরীয়ত মতে জীবন যাপন করতে হবে। এর বিপরীত বিজ্ঞান বা প্রকৃতির পূজা সফলতার পরিবর্তে নরকের বন্দোবস্ত করবে।

দৃষ্টিভঙ্গি :

"আজন্ম লালিত পরিবেশ সব সময় নতুন কিছু করতে বাঁধা দেয়। বুদ্ধিমানরা সব সময় আগে শুরু করে, বোকারা শুরু করে দেরিতে।" (কোয়ান্টাম কণিকা-১৭)

"ইতিহাসে তারাই কালজয়ী হয়েছেন যাঁরা পূর্বপুরুষের প্রচলিত ভ্রান্ত সংস্কার ও আচরণ-অভ্যাসের ক্ষুদ্র বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে এসেছেন।" (কোয়ান্টাম কণিকা-৩৯)

পর্যালোচনা :

কোয়ান্টামের মধুমিশ্রিত বিষ ভয়াবহ মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়েছে এ দৃষ্টিভঙ্গি দুটিতে। এখানে ইসলামের আক্বীদা-বিশ্বাস, রীতিনীতি তাহজীব-তামাদ্দুন পরিত্যাগের আহ্বান অতি সূক্ষ্মভাবে করা হয়েছে। আজন্মলালিত পরিবেশ যদি ইসলামের বিধি-বিধান মোতাবেক হয় আর কোয়ান্টামের কথায় তা পরিত্যাগ করা হয় তবে ঈমানের কী দশা হবে? ইসলামের হুকুম-আহকামকে নতুন কিছু করার পথে বাঁধা মনে করা বা প্রগতির অন্তরায় মনে করা ধর্মদ্রোহী মুরতাদদের স্বভাব। যেমন পর্দার বিধানটি মুসলিম পরিবারে আজন্মলালিত একটি প্রথা। তাহলে কি এটা নতুন কিছু করার পথে অন্তরায়? আর সেই নতুন কিছুটা তাহলে কী? হতে পারে কোয়ান্টামের কোর্স আর লামার পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানোর তীর্থ যাত্রা। হ্যাঁ, পর্দাহীনভাবে মহিলা-পুরুষের যে মেলার আয়োজন কোয়ান্টাম করে রেখেছে ইসলামের চৌদ্দশত বছরের লালিত পর্দার বিধান এর সমর্থন কিছুতেই করতে পারে না। পর্দার পরিবেশ ছেড়ে মুসলিম রমনীরা গুরুজির সামনে আসতে চাইছে না। তাই প্রয়োজন হচ্ছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলের। পূর্বপুরুষের আচরণ-অভ্যাস পরিবর্তনের কথা বলে কোয়ান্টাম আসলাফের রেখে যাওয়া দ্বীনের আমানত ছুড়ে ফেলতে বলছে, তবে একটু কৌশলীভাবে। তাই ভ্রান্ত বিশেষণটি যোগ করা হয়েছে। এখন ভ্রান্ত সংস্কার বা আচরণের সংজ্ঞা কে দেবে? কোয়ান্টাম যে কুফর-শিরকে লিপ্ত রয়েছে এগুলো তো আর তাদের মতে ভ্রান্ত নয়। তবে কি শুধু ইসলামের বিধিবিধানকে আক্রমণ করার জন্য বিশেষণটি রাখা হয়েছে? অতএব দৃষ্টিভঙ্গি বদলের নামে আজন্মলালিত ধর্মীয় পরিবেশ আর পূর্বপুরুষ, আকাবির-আসলাফের ইজমা পরিত্যাগ করে নতুন কোনো মেথড অবলম্বনের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। ধর্ম ত্যাগ, নাস্তিক্যবাদ বা ইরতিদাদের ফটক অবারিত করবে কোয়ান্টামের এ সকল দৃষ্টিভঙ্গি।

দৃষ্টিভঙ্গি :

"পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র সৃষ্টি যে

চিন্তা ও অনুভূতি দ্বারা তার জৈবিক অবস্থা বদলাতে পারে।" (কোয়ান্টাম কণিকা-১৪)

"আপনার অভিপ্রায় বা নিয়ত হচ্ছে আপনার নিয়তি।"কোয়ান্টাম কণিকা-২৭)

"আপনার স্বপ্ন পূরণের ক্ষমতা ও সামর্থ্য নিহিত রয়েছে আপনার ভেতরেই।" (কোয়ান্টাম কণিকা-৩৭)

পর্যালোচনা :

কোয়ান্টাম মৌলিকভাবে ইসলামের যে সকল আকীদার বিরোধিতা করছে তার অন্যতম হচ্ছে 'তাক্বদীর'। তাক্বদীরের ভালো-মন্দ বিশ্বাস ঈমানের প্রধান শাখাগুলোর একটি। কিন্তু কোয়ান্টাম পূর্ব থেকে নির্ধারিত এমন কোনো নিয়তি বা তাক্বদীরে বিশ্বাস করে না। তাদের কথা হচ্ছে মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য গড়তে পারে এবং সকল অবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে পারে। নিয়তই হচ্ছে মানুষের নিয়তি। উল্লেখিত দৃষ্টিভঙ্গিসমূহের মূল কথা এটাই। বিষয়টিকে আরো খোলামেলাভাবে আলোচনা করা হয়েছে হাজারো প্রশ্নের জবাব গ্রন্থে-

প্রশ্ন : শুনেছি স্রষ্টা কিছু কিছু জিনিস মানুষের জন্য আগেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ বিষয়ে জানতে চাই।

উত্তর : ভাগ্য কী এটাকে আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারি। যেমন, আল্লাহ মানুষের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন যে, তার মাথায় কোনো দিন শিং গজাবে না। কিন্তু গরু বা গণ্ডারের মাথায় শিং গজাবে। মানুষের মাথায় শিং থাকবে না, কিন্তু গরু বা গণ্ডারের মাথায় থাকবে এটা হচ্ছে ভাগ্য। আবার আমাদের খেতে হয় মুখ দিয়ে। আমাদের হাত দুটো তিনটা বা চারটা নয়, এটা হচ্ছে ভাগ্য। এটা হচ্ছে 'ডিএনএ প্রোগ্রামিং' এটাই কিতাবে লিখে রাখা হয়েছে। বাকি সবটাই হচ্ছে কর্ম। বাকি সবকিছু করার জন্য আল্লাহ স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছেন। যে বিষয়গুলোতে আমাদের জবাবদিহি করতে হয় সে পুরো জিনিসটাই হলো কর্ম। কারণ যদি আমি কী করব এটা পূর্বনির্ধারিতই হয়ে থাকে তাহলে আমার তো প্রতিদান-প্রতিফলের কিছু থাকতে পারে না।..... (হাজারো প্রশ্নের জবাব ১/২৭২)

এখানে গুরুজি মহাজাতক মনগড়া ব্যাখ্যার মাধ্যমে ভাগ্য বা তাক্বদীর নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি কোনো মাওলানা, মুফতী বা ইসলামী বিশেষজ্ঞ নন। এ বিষয়ে তার কোনো একাডেমিক শিক্ষা দক্ষ আলেমের তত্ত্বাবধানে গ্রহণের সুযোগ জীবনে কখনো আসেনি। তিনি একজন সাংবাদিক এরপর জ্যোতিষী সর্বশেষ কোয়ান্টামের গুরু। ইসলামের মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাস-সংক্রান্ত তাও আবার ভাগ্যবিষয়ক স্পর্শকাতর অধ্যায়ের আলোচনা উনাকে মানায় না। বিশুদ্ধতার এক পার্সেন্ট নিশ্চয়তাও এখানে নেই। কুরআন-সুন্নায় বর্ণিত ভাগ্যবিষয়ক আলোচনার সাথে চরম সাংঘর্ষিক কোয়ান্টামের এই বক্তব্য। ব্যস, একটি বৈজ্ঞানিক নাম দিয়ে দিল 'ডিএনএ প্রোগ্রামিং' আর চমক সৃষ্টি হয়ে গেল।

ভাগ্যের বিষয়টি শুধু মাথায় শিং গজানোর সিদ্ধান্তের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে- "প্রত্যেক বস্তু তাক্বদীর অনুযায়ী হয়ে থাকে। এমনকি মানুষের অজ্ঞ ও বিজ্ঞ হওয়াটাও তাক্বদীরের প্রতিফলন।" (মুসলিম শরীফ-২৬৫৫) এখানে শুধু ভাগ্যসংক্রান্ত একটি হাদীস উল্লেখ করেই শেষ করা হচ্ছে। বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা মাসিক আল-আবরার মার্চ-২০১২ ইং সংখ্যায় দেখা যেতে পারে। মানুষের সকল কর্ম, কর্মকারণ ও কর্মফল সবই তাক্বদীরের অংশ। পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত যত ঘটনা ঘটবার রয়েছে, সব কিছুর বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহ তা'আলার জানা আছে। মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান মতে জীবনযাপনের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। বাকি ফলাফল আল্লাহর হাতে এবং তাক্বদীর অনুযায়ী হবে।

পূর্ব থেকে নির্ধারিত থাকলে প্রতিদানের কী অর্থ? এমন প্রশ্ন গ্রহণযোগ্য নয়। দক্ষ শিক্ষক নিজ হাতে গড়া ছাত্রদের যোগ্যতার বিচারে ফলাফল আঁচ করতে পারেন। এটা তাঁর দক্ষতা ও প্রজ্ঞার পরিচায়ক হতে পারলে মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের যোগ্যতার বিচারে তার জীবনের সকল বিষয় পূর্বেই অবগত হয়ে থাকলে সেটা তাঁর মহাপ্রজ্ঞার লক্ষণ হতে আপত্তি কোথায়?

মজার ব্যাপার হলো, কোয়ান্টামের গুরু নিজেকে একজন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা বলে দাবি করেন। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু, রাজীব গান্ধীর মৃত্যু, মহাশূন্যযান চ্যালেঞ্জারের দুর্ঘটনা, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পতন, পুনর্নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের ভরাডুবিসহ অসংখ্য ভবিষ্যদ্বানী নির্ভুলভাবে জানতে ও জানাতে সক্ষম হন। (চেতনা অতিচেতনা পৃ: ৪)

নিজের ব্যাপারে তিনি এমন দাবি করেন অথচ আল্লাহ তা'আলা বান্দার ভবিষ্যদ্বানী তাক্বদীরে বা ভাগ্যলিপিতে লিখে রাখার বিষয়টি অস্বীকার করেন।

পরিশেষে বলব, কোয়ান্টামের প্রচারিত দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের ঈমান-আমল ও আক্বীদা-বিশ্বাস ধ্বংস করার একটি সূক্ষ্ম ফাঁদ। "দৃষ্টিভঙ্গি বদলান জীবন বদলে যাবে" স্লোগানটি মূলত ধর্ম ত্যাগ বা ইরতিদাদের আহ্বান। তাদের ভয়াবহ চক্রান্ত থেকে আল্লাহ তা'আলা আধুনিক মানুষের ঈমানকে রক্ষা করুন। আমীন!!!